জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা - এপ্রিল/০১

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* এইচ.আই.ভি./এইডস-এর ওষুধের দাম কমানোর সিদ্ধান্তকে হু'র অভিনন্দন
* জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ঠেকাতে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণে রাষ্ট্রসমূহের প্রতি বান কি-মুনের আহবান
* মুসলিম নারী ধর্ষক ও নির্যাতনকারী বসনিয়ান সার্ব সৈন্যের জাতিসংঘ যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক জেল
* প্রায় ২,০০০ পর্যবেক্ষক আগামী সোমবার অনুষ্ঠিতব্য তিমুর লিস্টের ঐতিহাসিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে ঃ জাতিসংঘ
* জাতিসংঘ নেপাল প্রতিনিধি অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়েছে

এইচ.আই.ভি./এইডস-এর ওষুধের দাম কমানোর সিদ্ধান্তকে হু'র অভিনন্দন

১০ এপ্রিল- অ্যাবোট ল্যাবরেটারিজ এন্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপির (এ.আর.টি.) একটি ওষুধের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিলে জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাবি-উ.এইচ.ও.) কোম্পানিটিকে স্বাগত জানায়। ওষুধটি এইচ.আই.ভি./এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য 'দ্বিতীয় ধাপের' হিসেবে বিশেষভাবে কার্যকর বলে প্রমাণিত।

অ্যাবোট নিম্ন ও মধ্যম আয়ের বেশ কিছু দেশে লোপিনাভির/রিপোটনাভির (এল.পি.ভি./আর, কালেট্রা/অ্যালুভিয়া নামে বাজারজাত করা) দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেখানে এইচ.আই. ভি./এইডসের অধিকাংশ ওষুধের মুল্যই মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে অথচ এসব ওষুধের মুল্য সেসব দেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারা বিশ্বে নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে এ.আই.টি.-এর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাদের দেহ তথাকথিত 'প্রথম ধাপের' চিকিৎসার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তাদের মধ্যে এ.আর.টি.-এর 'দ্বিতীয় ধাপের' চিকিৎসার জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আজ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হু আবোটের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে এবং বলেছে এইচ.আই.ভি. আক্রান্ত দেশ, দেশের মানুষ, এইচ.আই.ভি. নিয়ে কাজ করা সংস্থা এবং ওষুধ কোম্পানিগুলোর সাথে কাজ করে যাবে যাতে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ও এর দাম মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদী চাহিদা পুরণে নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কারের জন্য গবেষণার কাজও অব্যাহত রাখা যায়।

২০১০ সালের মধ্যে এইচ.আই.ভি. আক্রান্ত মানুষদের চিকিৎসা ও সেবার এইচ.আই.ভি. প্রতিরোধ সেবা সারা বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছে দিতে হু কাজ করে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ঠেকাতে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণে রাষ্ট্রসমূহের প্রতি বান কি-মুনের আহবান

৬ এপ্রিল-জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব ঠেকাতে রাষ্ট্রসমূহের প্রতি জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। এ বিষয়ের ওপর আজ প্রকাশিত নতুন এক প্রতিবেদনে তিনি এ আহবান জানান। জনাব বান কি-মুন জলবায়ু পরিবর্তনকে সবচেয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি বলে গণ্য করেন।

"জলবায়ু পরিবর্তন ২০০৭: প্রভাব, অভিযোজন ও বিপন্নতা" শীর্ষক এই প্রতিবেদন জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ আন্তঃসরকার প্যানেল কর্তৃক ব্রাসেলসে প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন ঘটছে। যদি বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ১.৫-২.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডকে ছাড়িয়ে যায় তাহলে বিশ্বের প্রায় ২০-৩০ শতাংশ প্রজাতির গাছপালা ও পশুপাখি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। আই.পি.সি.সি. এর ধারণা মতে এই

শতাব্দীতে বিশ্বের তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা জীব বৈচিত্র্য এবং ইকো-সিস্টেমের দ্রব্য ও সেবা যেমন পানি ও খাদ্য সরবরাহের ওপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।

উষ্ণতর তাপমাত্রার ফলে বসন্তকালের ঘটনাগুলো সময়ের আগেই ঘটতে শুরু করছে। যেমন অনেক জায়গায় হিমবাহ- ও তুষারাবৃত নদীর বরফ গলা, শাকসব্জি সবুজ রং ধারণ এবং পাখিদের দেশান্তর ও ডিম পাড়ার সময় এগিয়ে আসা। আরো বেশি প্রজাতির জীবজন্তু ও গাছপালাকে উচ্চ অক্ষাংশের দিকে সরে যেতে দেখা যাচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাওয়ানোর জন্য কিছু প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সমস্যার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।

মুখপাত্র কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জনাব বান বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো ক্রমশঃই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

তিনি জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত চুক্তি কাঠামোর (ইউ.এন.এফ.সি.সি.সি.) অধীন দেশগুলোর প্রতি ভবিষ্যৎ প্রয়োজন পূরণে কিয়োটো প্রটোকলের স্থলে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানিয়েছেন। কিয়োটো চুক্তির আওতায় ৩৫টি শিল্পোন্নত দেশ ও ইউরোপীয় কম্যুনিটি গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা হ্রাস করবে। ২০১২ সাল নাগাদ এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে নতুন পরিবেশ সংক্রান্ত কাঠামো প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

জনাব বান বলেন, সরকার যদি অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে প্রতিবেদনে যেসব ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বলা হয়েছে তার কিছুটা পর্যাপ্ত বৃহৎ পরিসরের অভিযোজন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দুর করা সম্ভব হতে পারে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তন লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। ভূমি স্তরে ওজন গ্যাস উচ্চহারে কেন্দ্রিভূত হওয়ার ফলে অপুষ্টি, মৃত্যু ও ব্যাধি বৃদ্ধি পেতে পারে।

নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব একেক অঞ্চলে একেক রকম এবং আগামী দিনগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তের প্রভাব আরো বেশি নাটকীয় রূপ নিতে পারে। আই.পি.সি.সি.-এর মতে এ শতাব্দীর মাঝামাঝি, উচ্চ অক্ষাংশের ও কিছু আর্দ্র আবহাওয়ার নিরক্ষীয় অঞ্চলে বার্ষিক গড় নদীর পানি প্রবাহ ও পানি প্রাপ্তি ১০-৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে, অন্যদিকে মধ্য অক্ষাংশ ও শুষ্ক আবহাওয়ার কিছু নিরক্ষীয় অঞ্চলে তা ১০-৩০ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে।

খরা-আক্রান্ত অঞ্চলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং যেসব অঞ্চল বর্তমানে পানীয় জলের জন্য হিমবাহ-গলা নদীর ওপর নির্ভর করে তারা এর প্রবাহ হ্রাস পেতে দেখবে। বর্তমানে বিশ্বের এক ষষ্ঠাংশ মানুষ এ ধরনের নদীর পানির ওপর নির্ভরশীল।

জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর চতুর্থ মুল্যায়ন প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে আই.পি.সি.সি.-এর এ বছর যে চারটি প্রতিবেদন তার মধ্যে দ্বিতীয়। সারা বিশ্বের শতশত বিজ্ঞানদের অংশ গ্রহণে লিখিত এই প্রতিবেদন ব্রাসেলসে সরকার সমুহের প্রতিনিধিদের কাছে উপস্থাপন করা হয় এবং তারা সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পর তা অনুমোদন করেন।

মুসলিম নারী ধর্ষক ও নির্যাতনকারী বসনিয়ান সার্ব সৈন্যের জাতিসংঘ যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক জেল

৪ এপ্রিল-জাতিসংঘ যুদ্ধপরাধ ট্রাইবুন্যাল তৎকালীন যুগোশ-াভিয়ার এক প্রাক্তন বসনিয় সার্ব সৈন্য ও অস্থায়ী মিলিটারী পুলিশকে ১৯৯২ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর এ সময়ের মধ্যে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনিয়ার পুর্বাঞ্চলে মুসলিম নারী ও মেয়ে শিশুদের ধর্ষণ ও নির্যাতন করার দায়ে ১৫ বছরের জেল দিয়েছে।

৪৬ বছর বয়স্ক ড্রাজান জেলেনোভিককে জানুয়ারি মাসে প্রাক্তন যুগোশ-াভিয়ার জন্য গঠিত আন্তর্জান্তিক ফৌজদারী ট্রাইবুন্যালের (আই.সি.টি.ওয়াই.) সামনে সাতটি নির্যাতন ও ধর্ষণের মামলায় এবং ফোকা পৌরসভায় বসনিয়ান মুসলিম নারীদের ওপর উপর্যুপরী হামলায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে তার ভুমিকার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়। অভিযোগ দায়েরকারীরা এক আত্মপক্ষ সমর্থন চুক্তির আওতায় অন্য সাতটি অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়।

রায়ের সারমর্ম পাঠকালে আই.সি.টি.ওয়াই.-এর বিচারক আলফোনস আরি বলেন, তিন জনের বিচারকের প্যানেল দেখতে পেয়েছেন যে, যে অপরাধ সংগঠিত হয়েছে তার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং এ অপরাধে জনাব জেলেনোভিকয়ের অংশগ্রহণের যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

বিচারক অরি বলেন, এ অপরাধের শিকার ব্যক্তিরা ছিল বিশেষভাবে অসহায়; যেহেতু তারা ছিল নিরস্ত্র, অরক্ষিত এবং দীর্ঘদিন বর্বর অবস্থার অধীনে বন্দি। তারা সর্বদাই পুনঃ পুনঃ ধর্ষণ ও অপমানের ভয়ে ভীত হয়ে থাকত। তাদের মধ্যে একজনের বয়স ছিল ১৫ বছর।

পুনঃ পুনঃ ধর্ষণের শিকার হয়ে অপমান ও অবমাননার মধ্যে বসবাস করে, তারা জানতো না আদৌ তাদের এ দুর্দশার অবসান ঘটবে কিনা। এ যৌন নির্যাতন তাদের মধ্যে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তা হয়ত কখনই মুছে যাবে না।

১৯৯২ সালের জুলাই মাসের ৩ তারিখে জনাব জেলেনোভিক এবং অন্যান্য বসনিয় সার্ব সৈন্যরা অন্তত ৬০ জন নারী, শিশু ও বয়স্ক মানুষকে ট্রোজাঞ্চ এবং মজেসাজি গ্রাম থেকে আটক করে বাক বিজালি নামক স্থানে একটি অস্থায়ী বন্দি ও জিজ্ঞাসাবাদ শিবিরে নিয়ে আসে। সেখানে আনার পর জনাব জেলেনোভিক একজন ১৫ বছর বয়সী মেয়েকে ধর্ষণ ও নির্যাতন করে এবং অন্য একজন নারীর ধর্ষণ ও নির্যাতনে সাহায্য করে।

এ মাসেরই শেষের দিকে জনাব জেলেনোভিক ফোকার এক হাই স্কুলে বন্দি বেশ কিছু সংখ্যক নারী ও মেয়ে শিশুর ওপর অত্যাচার ও গণ ধর্ষণে অংশগ্রহণ করে। যেই এই যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে গেছে তাকেই মারধর করা হয়েছে বা মেরে ফেলার ভয় দেখানো হয়েছে।

ফোকার এক ক্রীড়া হলে আরো প্রায় ৭০ জন বন্দির সাথে বন্দি থাকা অবস্থায় মধ্য জুলাই এবং মধ্য আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে বাক বিজেলি থেকে আনা ১৫ বছর বয়স্ক সেই মেয়ে শিশুটি আবারো পুনঃ পুনঃধর্ষণের শিকার হয়। জেলেনোভিক ও আরো তিনজন পুরুষ কর্তৃক সে গণ ধর্ষণেরও শিকার হয়। ফোকার ঐ ক্রীড়া হলে তারা অমানবিক অবস্থা, অনাহার, জনসংখ্যার চাপ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছিল।

১৯৯২ সালের অক্টোবরে আরেকটি পৃথক হামলায় জেলেনোভিক ও আরো দুজন ফোকার বাইরে একটি ঘরে আটক চারজন নারীকে ধর্ষণ করে।

আটক ও জিজ্ঞাসাবাদ এড়াবার জন্য নিজ দেশ ছেড়ে নাম পরিবর্তন করে রাশিয়ায় পালিয়ে যাওয়ার সময় ২০০৫ সালের আগস্টে জেলেনোভিক রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দি হয়। গত বছর তাকে যুগোশ-াভিয়ার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক ফৌজদারি ট্রাইব্যুনালের কাছে সোপর্দ করা হয়।

প্রায় ২,০০০ পর্যবেক্ষক আগামী সোমবার অনুষ্ঠিতব্য তিমুর লিস্টের ঐতিহাসিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে ঃ জাতিসংঘ

৩ এপ্রিল- প্রায় ২০০০ এর বেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক আগামী সোমবার অনুষ্ঠিতব্য তিমুর লিস্টের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে। ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে ২০০২ সালে স্বাধীনতা লাভের পর এটাই সে দেশে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচন। দরিদ্র দেশটিতে অবস্থিত জাতিসংঘ মিশন আজ একথা জানায়।

তিমুর-লিস্টে জাতিসংঘের সমন্বিত মিশন (আনসিট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায় ৯ এপ্রিল ১৩টি জেলার ৫০৪টি নির্বাচন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ভোট পর্যবেক্ষণের জন্য তিমুরের ৫০টি সংস্থার প্রায় ১,৯০০ এর বেশি জাতীয় পর্যবেক্ষক নিজেদের নাম ইতিমধ্যেই নিবন্ধন করেছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ ১৮০ জন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষককে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেবে।

ব্যাপক সংখ্যক জাতীয় পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি এই জাতির অঙ্গীকারকে প্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকেরা অন্যান্য উন্নয়নশীল গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে, যা তারা নিরপেক্ষ ভাবে সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে কাজে লাগাবে। নির্বাচনে সহায়তার জন্য জাতিসংঘের প্রতিনিধি ফিন রেস্ক-নেলসেন একথা জানান।

সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল আসবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে, এতে একটি বিশেষজ্ঞদল সহ ২৮ জন সহায়ক পর্যবেক্ষক থাকবে। তাদের সাথে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের, জাপান ও পর্তুগীজ ভাষাভাষী দেশের সংসদ সদস্যদের সংস্থা (সি.পি.এল.পি) থেকে বর্ষিয়ান সংসদ সদস্যদের একটি দল যোগদান করবে।

অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া ও ব্রাজিল যেখানে পর্যবেক্ষক পাঠায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, নিউজিল্যান্ড ও চীনসহ তিমুর লিস্টের দুতাবাস রয়েছে এমন বেশ কিছু সংখ্যক দেশ তাদের কুটনীতিকদের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব দিয়েছে।

নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব ১৭০৪-এর অধীনে আনমিটকে এ বছরের রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর মধ্যে কারিগরি ও লজিস্টিক্যাল সহায়তা ও নির্বাচনের নীতিমালা সংক্রান্ত উপদেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসুচি (ইউ.এন.ডি.পি.) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যবেক্ষকদেরই সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করছে।

রাজধানী দিলির নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘ পুলিশ (ইউএনপল) জানায়, পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রতি কোন গুরুতর নিরাপত্তা সংক্রান্ত হুমকি নেই। পুলিশি কার্যক্রমের পুরো দায়িত্ব ইউনিপলের ওপর ন্যস্ত।

জাতিসংঘ নেপাল প্রতিনিধি অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়েছে

১ এপ্রিল–নেপালে জাতিসংঘের উচ্চ পদস্ত প্রতিনিধি দেশটিতে অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করতে সামনে আরো বহু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে।

মহাসচিব বান কি-মুনের বিশেষ প্রতিনিধি এক বিবৃবিতে বলেন, আমি নেপালের শান্তি প্রক্রিয়াকে সুসংহত করার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে নতুন অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানাই এবং এই পালাবদলের মুহূর্তে দায় দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য আটটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের অভিনন্দন জানাই।

তিনি বলেন, সামনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ সরকার শক্তিশালী অবস্থানে থাকবে। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসযোগ্য সাংবিধানিক সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ তৈরি করা, নেপালি সমাজের বিভিন্ন দলের ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া পুরণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরো বেশি অন্ত ভুক্তিমুলক করা, সারা দেশে কার্যকরভাবে আইন প্রতিষ্ঠা করা, প্রাক্তন যোদ্ধাদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যত নিশ্চিত করা এবং নিরাপত্তা খাতের ব্যাপক সংস্কার সাধন করা।

জনাব মার্টিন বলেন, অস্ত্র ও সামরিক বাহিনীর ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত চুক্তির পক্ষসমুহ যেসব অঙ্গীকার করেছে তার পুর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে জাতিসংঘ সহায়তা করবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে সহায়তা করবে।

জনাব মার্টিন বলেন, সামনের চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে বাড়িয়ে বলা ঠিক নয়। নির্বাচনের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে এবং চুক্তিসমূহের আরো কার্যকর পর্যবেক্ষণের জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করায় তিনি একে স্বাগত জানান। তিনি বলেন এটি সব জেলাগুলোতে পরিস্থিতির পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে এবং তা এক্ষেত্রে জাতিসংঘ সাহায্য করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

তিনি আরো বলেন, সাফল্যের জন্য প্রয়োজন আইনের কার্যকর প্রয়োগ যা আন্তর্জাতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়, নাগরিক অধিকার সংঘের জন্য জবাবদিহিতা দাবি করেন এবং সমন্বিত শান্তি চুক্তির অঙ্গীকার ভঙ্গের অবসান ঘটায়।

নেপালের শান্তি চুক্তি ফলোআপ করতে দরিদ্র দেশটিতে পরিকল্পিত নির্বাচনে সহায়তা করতে নিরাপত্তা পরিষদ জানুয়ারি মাসে আনমিন প্রতিষ্ঠা করে। ঐ দেশে গত ১০ বছরে গৃহযুদ্ধে প্রায় ১৫,০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে ও ১,০০০,০০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

** ** **